দৈনিক ইনকিলাব

113

তারিখ 06 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

# উপজেলা পরিক্রমা

## রাজস্থলী

বর্তমান সরকারের প্রসাশনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলেই ১৯৮৩ ইং সালের আগস্ট রাজস্থলী উপজেলায় উন্নীত হয়েছে। এটি রাংগামাটি পার্বত্য জেলার অন্তর্গত।

বাংলাদেশের অনুন্নত উপজেলার নাম করলে সর্বাগ্রে পর্বতবেষ্টিত শ্যামলীমাময় এ রাজস্থলী উপজেলার নাম করতে হয়। কারণ আজ পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ের সবক'টি অফিস স্থাপন করাও সম্ভব হয়নি। অনেক অফিস থাকলেও নেই কর্মকর্তা/কর্মচারী। দেখা গেছে, রাজস্থলী উপজেলায় নিয়োগ বা বদলী করা হলেও অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারীই যোগদান করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত রাজস্থলী উপজেলার উত্তরে কাপ্তাই উপজেলা, দক্ষিণে বান্দরবন ও রোয়াংচর উপজেলা, পশ্চিমে রাংগুনিয়া উপজেলা ও পূর্বদিকে বিলাইছড়ি উপজেলা অবস্থিত।

অত্র উপজেলার আয়তন ১৬০ বর্গমাইল বা ৪১০ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ১৪,০৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭,৯৪১ জন ও মহিলা ৬,১৫৩ জন। ধর্ম বা গোত্র অনুসারে লোক সংখ্যা হলো ৬,৭৭৭ জন মারমা, ৩,২৩০ জন মুসলমান, ২,০৩০ জন তনজ্ঞা, ৯৫৭ জন ত্রিপুরা, ৪৮০ জন খ্যাং, ৩৫০ জন হিন্দু, ২১৫ জন বড়ুয়া ও ৫৫ জন চাকমা। প্রতি বর্গ মাইলে অত্র উপজেলার গড় বসতি হলো ৮৮ জন। বর্তমানে এ উপজেলায় মাত্র ৩টি ইউনিয়ন, ৯টি মৌজা ও ৬৮টি গ্রাম রয়েছে।

### শিক্ষা

শিক্ষার দিক থেকেও রাজস্থলী উপজেলার অধিবাসীগণ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র ১৪ জন। নেই কোন কলেজ। মাত্র ১৮ জন শিক্ষক ৪২২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে দু'টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ৩৮ জন শিক্ষকসহ ১৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি বেসবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। এছাড়া ৪টি বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র আছে, যা বর্তমানে অর্থভাবে বন্ধ রয়েছে। উপজেলা সদরে একটি মাত্র পাবলিক লাইব্রেরী থাকলেও বইপত্রের প্রচুর অভাব রয়েছে।

### যোগাযোগ

যোগাযোগ ব্যবস্থার যথার্থ কোন মাধ্যমই এ উপজেলার সাথে অন্য কোন জেলা বা উপজেলার নেই বলা চলে। একমাত্র পঁচিশ মাইল দীর্ঘ কাপ্তাই খালই যোগাযোগের ভরসা, তা-ও শুধু বর্ষা মওসুমের জন্য। এ ছাড়া চন্দ্রঘোনা-রাজস্থলী ২২ মাইল পথ হেঁটে আসা-যাওয়া করতে হতো। সম্প্রতি একটি ইট বিছানো রাস্তার কাজ চলছে। এ ছাড়া অত্র উপজেলায় আর কোন রাস্তাঘাট নেই বলা যায়। কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্মিত ছোট ছোট কাঁচা রাস্তা রয়েছে।

### কৃষি

রাজস্থলী উপজেলা পাহাড়ে পরিপূর্ণ একথা বললে মনে হয় অত্যুক্তিকরা হবে না। কারণ কোথাও সমতল ভূমি নেই বললেই চলে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সামান্য সমতল ভূমিকেই কৃষি উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। আবার কোথাও পাহাড়ের পাদদেশে কৃষি উপযোগী করে তাতে আবাদ করা হচ্ছে। সত্যিকার কৃষি ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় এ উপজেলায় তা নেই বললেই চলে। নেই কৃত্রিম উপায়ে কৃষি উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা। ফলে প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই কৃষি উৎপাদন করতে হয়।

কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে আউশ, আমন, বোরই প্রধান। এছাড়া গোলআলু, সরিষা, কপি, ওলকচু, হলুদ, মরিচ, আদা প্রভৃতি বরিশস্য উৎপাদন হয়। ফল-মুল হিসাবে কাঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, বাতাবি প্রভৃতি উল্লেখ্য। তরিতরকারির মধ্যে বরবটি, কাকরোল, কাঁচাকলা; বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিংগা, করল্লা, চিচিংগা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

### স্বাস্থ্য

পূর্বের রাজস্থলী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ রূপান্তর করা হলেও এর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাজ চলছে। এছাড়া অত্র উপজেলায় ২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। পানীয় জলের প্রয়োজনে ১৪৯টি টিউবওলের মধ্যে বর্তমানে ৩৭টি অকেজো হয়ে পড়েছে। এছাড়া ১০টি রিংওয়েল রয়েছে।

অত্র উপজেলায় একটি বৃহদায়তন হাসপাতালের প্রয়োজন অপরিহার্য। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, নিমোনিয়া ছাড়াও জটিল রোগের প্রকোপ প্রবল। সে ক্ষেত্রে কোন রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তার ও ওষুধপত্রের অভাবে এখনো জনসাধারণকে জেলা পর্যায়ে ছুটোছুটি করতে হয়।

### সমাজ কল্যাণ

অত্র উপজেলায় আজও সমাজ কল্যাণ অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। যদিও উপজেলা পরিষদে সমাজ কল্যাণ অফিসের সেট-আপ আছে কিন্তু অত্র উপজেলায় একজন পিয়ন ব্যতীত সমাজ কল্যাণ বিভাগের অন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই।

পাহাড়ী এলাকার জন্য সরকারীভাবে একটি পুনর্বাসন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এই ভূমিহীন ঝুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের ৫টি যৌথ খামার রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৭১৩টি পরিবার বসবাস করছে। নিবন্ধকৃত সমাজ কল্যাণ সংঘ বা ক্লাব নেই, তবে ৯টি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া ১০টি কৃষক সমবায় সমিতি, ১০টি মহিলা সমবায় সমিতি ও ৬টি বিত্তহীন সমবায় সমিতিসহ মোট ২৬টি সমবায় সমিতি রয়েছে। উপজেলা সদরে ১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ রয়েছে।

উপজেলা সদরে একটি সাব-পোস্ট অফিস, একটি মাইক্রোওয়েভ টেলিফোন স্টেশন আছে। উপজেলায় কোন টেলিফোন যোগাযোগ নেই।

### হাট-বাজার

হাট-বাজার বলতে অত্র উপজেলায় একটি মাত্র স্থানের নামকরণ করতে হয়, তা হলো রাজস্থলী। প্রতি শনিবারে এখানে হাট বসে। এছাড়া সম্প্রতি বাংগালহালিয়া ও ৫নং এ দু'টি হাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### শিল্প

এ উপজেলায় তেমন কোন শিল্প নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র পাহাড়িয়া অধিবাসীগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাঁতের কাপড় তৈরী করে থাকেন। সোনা, রূপা, লোহা ও বাঁশের তৈরী কিছু কুটির শিল্প তৈরী হয়ে থাকে।